এই পুস্তিকার পরিকল্পনা, প্রকাশনা এবং মুদ্রনঃ
**সোসাইটি ফর পিপলস অ্যাওয়ারনেস**
৬৬/২, শরৎ চন্দ্র ধর রোড, কলকাতা — ৭০০০৯০
টেলিফোন - ৯৮৮৩০২২৮৯৬, ৯৩৩১৯৯২৮৯৭
ইমেল - caclcs@yahoo.com

সহায়তাঃ
**ইনোভেটিভ / চ্যালেঞ্জ ফাণ্ড,**
মিউনিসিপালিটি অ্যাফেয়ার্স ডিপার্টমেন্ট,
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
এবং
**জামশেদজী টাটা ট্রাস্ট**

---

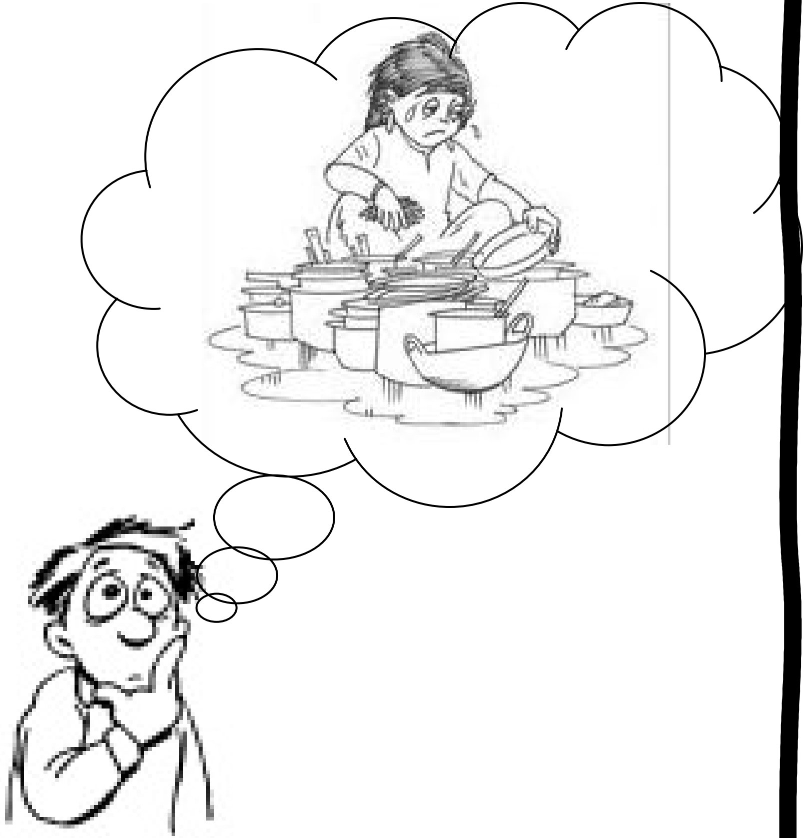

# জেনে নিন

## শিশুদের অধিকার
## এবং
## শিশুশ্রম বন্ধ হবে কোন পথে

## সোসাইটি ফর পিপলস অ্যাওয়ারনেস

স্প্যান—সোসাইটি ফর পিপলস অ্যাওয়ারনেস গত তেইশ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে এবং শহরের বস্তিতে প্রান্ত-বাসি মানুষদের, বিশেষ করে মহিলা ও শিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে একাধারে তৃণমূল স্তরে এবং নীতি নির্ধারণ স্তরে কাজ করে চলেছে। স্প্যানের স্বপ্ন একটি গণতান্ত্রিক, উৎপাদনশীল, সমদর্শী, ন্যায়পরায়ণ সমাজব্যবস্থা যার পরিবেশ সুস্থ এবং অটুট। সকলের জন্য শিক্ষা, সকলের জন্য স্বাস্থ্য এবং নীতিনির্ধারণে সকলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে স্প্যান এই স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। স্প্যান বিশ্বাস করে একটি উন্নত সমাজব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হলে সবার আগে ঐ সমাজের সমস্ত শিশুদের সকল অধিকার নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তাই স্প্যান যেমন একদিকে গ্রামে এবং শহরে প্রান্ত-বাসি মানুষের অধিকার, তাদের সামাজিক সুরক্ষা এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের সংগঠিত, তথ্যসমৃদ্ধ এবং প্রশিক্ষিত করার কাজ করছে তেমনই **সমস্ত শিশুর জন্য শিক্ষার অধিকার এবং শিশুশ্রম নির্মূল করার কাজও করছে।** স্প্যান প্রান্ত-বাসি মানুষদের, বিশেষ করে শিশুদের অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রকে আরও দায়িত্বশীল করতে চায় আর তাই তৃণমূল স্তরের ইস্যু নিয়ে সর্বস্তরে ন্যায়বিচারের জন্য অ্যাডভোকেসি করার সঙ্গে সঙ্গে মানবাধিকার বিশেষ করে শিশুদের অধিকার রক্ষায় নির্দিষ্ট আইন এবং প্রকল্পের প্রয়োগের উপর সামাজিক নিরীক্ষণ সংগঠিত করে। স্প্যান বিভিন্ন নেটওয়ার্ক, সরকারি বিভাগ, কমিশন, স্থানীয় সরকার এবং সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে একযোগে কাজ করে। গত চার বছর ধরে স্প্যান “শিশু শ্রম বিরোধী অভিযান –এর জাতীয় আহ্বায়ক। গত চার বছর ধরে স্প্যান পশ্চিমবঙ্গে শিশুদের বাজেট বিশ্লেষণের কাজ করছে।

---

## এই পুস্তিকাটি সম্পর্কে দু-চার কথা

১৯৮৯ সালে রাষ্ট্রসংঘ আন্তর্জাতিক স্তরে শিশু-অধিকার সনদ তৈরি করেন এবং ভারত সরকার ঐ শিশু-অধিকার সনদ ১৯৯২ সালে মেনে নিয়ে দেশের প্রতিটি শিশুর প্রতিটি অধিকার নিশ্চিত করার শপথ নেন। শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে আমাদের দেশের সংবিধানে বেশ কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও দেশের আইন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা প্রভৃতি শিশুদের সুরক্ষা এবং বিকাশ নিশ্চিত করেছে যার সর্বশেষ সংযোজনা শিক্ষার অধিকার আইন, ২০০৯। ২০০৫ সালে দেশে শিশুদের অধিকার রক্ষায় কমিশন-ও তৈরি হয়েছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও দেশে শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেই চলেছে। শিশুশ্রম, শিশু-পাচার, বাল্য বিবাহ, অপুষ্টির কারণে শিশু মৃত্যু, স্কুলে বাইরে থাকা শিশু এখনো আমাদের দেশের জ্বলন্ত সমস্যা। মানসিক এবং শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী শিশুরাও তাদের অধিকাংশ অধিকার থেকে বঞ্চিত।

এর একটি অন্যতম কারণ শিশুদের অধিকার এবং শিশুদের অধিকার রক্ষার সরকারি ব্যবস্থা সম্বন্ধে সমাজে সচেতনতা এবং তথ্যের অভাব। যারা শিশুদের অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা দেখলে ব্যথিত হন, মনে করেন শিশুশ্রমিক, পথ-শিশু, স্কুলের বাইরে থাকা শিশু বা মানসিক এবং শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য কিছু করা উচিত তারাও জানেন না যে কোন পথে এগোবেন।

এই পুস্তিকাটি শিশুদের অধিকার, অধিকার রক্ষার উপায় এবং বিশেষ করে শিশুশ্রমিকদের রক্ষার উপায় সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সরল ভাষায় একত্র করেছে। আমাদের আশা এই পুস্তিকাটি যাঁরা শিশুদের সম্বন্ধে ভাবেন এবং তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেবার কথা চিন্তা করেন তাদের কাজে লাগবে। এই পুস্তিকা সম্বন্ধে আপনার মূল্যবান মতামত আমাদের জানান।

সোসাইটি ফর পিপলস অ্যাওয়ারনেস (স্প্যান) জামশেদজী টাটা ট্রাস্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মিউনিসিপালিটি অ্যাফেয়ার্স বিভাগের ইনোভেটিভ / চ্যালেঞ্জ ফান্ডের সহযোগিতায় এই পুস্তিকাটি তৈরি করেছে। এই পুস্তিকাটি তৈরি করতে উৎসাহ দিয়েছেন ব্যারাকপুর এবং কামারহাটি পৌরসভা। এঁদের সকলের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

প্রবীর বসু
সম্পাদক
সোসাইটি ফর পিপলস অ্যাওয়ারনেস

# অন্য এক পৃথিবীও সম্ভব

## যেখানে সকল শিশুর সকল অধিকার নিশ্চিত হবে

## কাকে শিশু বলব?

যাদের বয়স ৬ বছরের কম...
যাদের বয়স ১৪ বছরের কম...
যাদের বয়স ১৮ বছরের কম...

- কত বছর বয়স হলে ভোট দেওয়া যায়?
- কত বছর বয়স হলে বিয়ে করা যায়?
- কমপক্ষে কত বছর বয়স হলে সরকারি চাকরি করা যায়?
- কত বছর বয়স হলে স্বেচ্ছায় রক্তদান করা যায়?

উপরের প্রশ্নগুলি নিয়ে একটু ভেবে দেখলেই আপনি বুঝতে পারবেন কাকে আপনি শিশু বলবেন। আমরা তো সবাই জানি শিশুদের বিয়ে দেওয়া যায় না, শিশুরা ভোট দিতে পারেনা, শিশুদের কাজ করা বারণ এবং শিশুদের শরীর রক্তদানের উপযোগী নয়।

কিন্তু এসব জেনে বুঝেও আমাদের সুবিধার জন্য শিশুদের বয়সের আগেই বড় বা সাবালক বানিয়ে আমরা তাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি, কাজ করতে পাঠাই, তাদের খেলাধুলা বন্ধ করে দিই, তাদের নোংরা ব্যবসায় ব্যবহার করি।

**কেন?**

সারা দুনিয়ার সমস্ত দেশের সরকার ১৮ বছরের কম বয়সি সবাইকে শিশু বলে মেনে নিয়েছেন।

রাষ্ট্রসংঘ আইন করে ঠিক করে দিয়েছেন যে '**১৮ বছরের কম বয়সি সবাই শিশু**'।

রাষ্ট্রসংঘের 'শিশু অধিকার বিষয়ক সনদ' একটি আন্তর্জাতিক আইন যা ১৯৮৯ সালে চালু হয়েছে যা ভারত সরকার ১৯৯২ সালে মেনে নিয়েছেন।

**কাজেই আইনত ভারতে ১৮ বছরের কম বয়সি সবাই শিশু।**

আপনারা নিশ্চয় একমত হবেন যে-
- শিশুরা দুর্বল,
- শিশুরা অনভিজ্ঞ এবং অজ্ঞান,
- শিশুরা নিজেদের প্রয়োজন নিজেরা পূরণ করতে পারেনা,
- আর তাই যেকোনো প্রয়োজনে বড়দের উপর নির্ভরশীল।

অথচ

আমাদের দেশের বেশীরভাগ মা-বাবা এতটাই গরীব এবং অচেতন অথবা পিছিয়ে-পড়া যে তারা তাদের শিশুদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন না।

## তাহলে কি ঐসব শিশুরা তাদের প্রয়োজন থেকে বঞ্চিতই থাকবে?

## আসুন দেখে নিই শিশুদের প্রয়োজন কি কি?

- নিরাপদে জন্ম
- ঘর-বাড়ি
- নাম এবং কোনও দেশের নাগরিকত্ব
- পুষ্টিকর খাবার
- জামা-কাপড়
- রোগ প্রতিরোধক টীকা
- চিকিৎসা
- শিক্ষা
- খেলাধুলা এবং আনন্দ
- পরিবারের সাথে থাকা
- বিশ্রাম
- সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ
- নিরাপদ পানীয় জল
- বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা
- শিশুদের নিয়ে যেসব খবরাখবর সেগুলি নিয়মিত জানতে পারা
- শিশুদের নিজেদের বিষয়ে মত প্রকাশের সুযোগ
- সংগঠন তৈরি করা
- শিশুশ্রম থেকে সুরক্ষা
- শারীরিক এবং মানসিক অত্যাচার থেকে সুরক্ষা
- যৌন অত্যাচার থেকে সুরক্ষা
- পাচার বা বিক্রি হয়ে যাওয়া থেকে সুরক্ষা।
- যুদ্ধ এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে সুরক্ষা

দেশের প্রতিটি শিশু বড় হয়ে
**সুস্থ, শিক্ষিত, সমাজ সচেতন, আত্মনির্ভর নাগরিক হবে**

তখনই
যখন তাদের
**ছোটবেলার সমস্ত প্রয়োজন মেটানো যাবে।**

## শিশুদের প্রয়োজন কারা মেটাবেন?

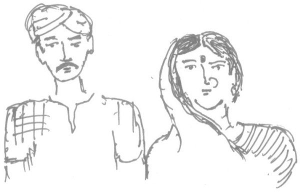

তাদের মা-বাবা।
**তারা যদি না পারেন তখন....**

---

## সরকার কিভাবে শিশুদের প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব নিয়েছেন? শিশুদের অধিকার কি কি?

**রাষ্ট্রসংঘের ‘শিশু-অধিকার সনদ’ অনুযায়ী শিশুদের সমস্ত প্রয়োজনই তাদের অধিকার। ভারত সরকার ঐ শিশু-অধিকার সনদ মেনে নিয়ে দেশের প্রতিটি শিশুর সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য দায়বদ্ধ।**

দুনিয়ার সবকটি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি আন্তর্জাতিক সংগঠনের নাম রাষ্ট্রসংঘ। এই রাষ্ট্রসংঘ ১৯৮৯ সালে শিশুদের কি কি অধিকার আছে সেটা ঠিক করার জন্য একটি সভা করে। সেই সভায় শিশুদের বুনিয়াদি প্রয়োজনগুলি তালিকা তৈরি করা হয় এবং সেগুলিকেই শিশুদের অধিকার হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। এই সভায় ঠিক হয় ১৮ বছরের কম বয়সী সবাই শিশু। শিশুদের অধিকারের এই তালিকাটিকেই বলা হয় রাষ্ট্রসংঘের শিশু-অধিকার সনদ। এই বইতে এর আগে শিশুদের যে প্রয়োজনগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি সবই ঐ শিশু-অধিকার সনদে শিশুদের অধিকার হিসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে।

**শিশু অধিকার সনদ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি। ভারত সরকার ১৯৯২ সালে এই চুক্তি মেনে নিয়েছেন। তাই ভারত সরকার আইনত দেশের প্রতিটি শিশুর অধিকার দিতে এবং রক্ষা করতে বাধ্য।**

**অধিকার দেশের সমস্ত শিশুর জন্য সমান এবং একরকম।** অধিকার কখনো ছেলেদের জন্য আলাদা, মেয়েদের জন্য আলাদা, হিন্দুর জন্য একরকম, মুসলমানের জন্য অন্যরকম, গ্রামবাসীর জন্য আলাদা, শহরবাসীর জন্য আলাদা, এরকম হয়না।

শিশুর অধিকার রক্ষা করার ক্ষেত্রে বা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে **প্রথমেই দেখতে হবে কি করলে শিশুটির ভাল হবে।**

সরকার আইন তৈরি করে শিশুদের যে সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব নেবে সেগুলিই শিশুদের অধিকার। অর্থাৎ **অধিকার আইন করে নিশ্চিত করতে হবে।**

**ভারত সরকার আইন করে শিশুদের কোন কোন অধিকার রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন?**

এই দেশের প্রতিটি মাতৃগর্ভে থাকা শিশুর সুস্থভাবে জন্মগ্রহণ করার অধিকার আছে। আইন করে ভারতে মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থায় শিশুর লিঙ্গ পরীক্ষা এবং কন্যা-ভ্রূণ হত্যা নিষিদ্ধ করা হয়েছে এবং এই কাজ একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

ভারতে জন্মগ্রহণ করেছে এমন প্রতিটি শিশু ভারতের নাগরিক এবং তার এই দেশে সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। (ভারতীয় সংবিধান, ধারা-২১)

ভারতের ৬ বছরের কম বয়সী প্রতিটি শিশু আই.সি.ডি.এস. প্রকল্পের অধীনে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পরিপূরক পুষ্টি (খাবার) এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা (পড়াশুনা) পাবে। (মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী)

৬ থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশু তাদের বাড়ির নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমগুণ-মানের শিক্ষা বিনাব্যয়ে পাবে। ঐ বয়সের শিশুদের প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত স্কুলে পড়াশুনা করানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব সরকার নেবেন। এটা শিশুদের মৌলিক অধিকার। (ভারতীয় সংবিধান, ধারা-২১/ক এবং শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯)

বিদ্যালয়ে কোনও শিশুর উপর বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা রক্ষার নামে, শিক্ষা দেওয়ার নামে বা অন্যকোনো কারণে কোনোরকম শারীরিক বা মানসিক অত্যাচার করা যাবে না। এটা আইনত নিষিদ্ধ এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। (শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯, ধারা -১৭)

ভারতের সরকারি এবং সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিটি বিদ্যালয়ে শিশুরা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিদিন রান্না করা দুপুরের খাবার পাবে। (মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা)

১৪ বছরের কম বয়সী যেকোনো শিশুকে তার পরিবারের বাইরে এবং তার বাড়ির বাইরে একমাত্র কৃষিক্ষেত্র (চাষের কাজ) ছাড়া আর কোনও কাজে নিয়োগ করা যাবেনা। এটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। (ভারতীয় সংবিধান ধারা-২৪, শিশুশ্রম নিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৮৬)

১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের এবং ২১ বছরের কম বয়সী ছেলেদের বিয়ে দেওয়া যাবেনা। এই বিয়ের উদ্যোক্তারা আইন মাফিক শাস্তি পাবেন। (বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ২০০৬)

১৮ বছরের কম বয়সী কোনও শিশু যদি কোনও আইন ভাঙ্গে বা যদি কোনও অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পরে তবে তাকে থানার হাজতে রাখা যাবেনা, তার বিচার সাধারণ আদালতে হবেনা এবং তাকে কোনও শাস্তি দেওয়া যাবেনা। ঐ শিশুকে ধরার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে হাজির করতে হবে এবং জুভেনাইল বোর্ড শিশুটির সংশোধন, সুরক্ষা এবং উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে। (জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার এণ্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০০০)

১৮ বছরের কম বয়সী কোনও শিশুকে যদি দেখাশোনা করার জন্য কেউ না থাকে, শিশুটি যদি শারীরিক বা মানসিক অত্যাচারের শিকার হয়, শিশুটির যদি থাকার জায়গা না থাকে, শিশুটির যদি খাবার না জোটে, শিশুটি যদি অনাথ হয়, শিশুটি যদি কাজ করে, তবে সেই শিশুটিকে উদ্ধার করে তার সমস্ত রকম সুরক্ষা, আশ্রয়, লেখাপড়া প্রভৃতির যাবতীয় দায়িত্ব সরকার নেবেন। স্থানীয় পুলিশ, চাইল্ড-লাইন সংস্থা এবং চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির মাধ্যমে সরকার এই দায়িত্ব নেবেন। (জুভেনাইল জাস্টিস কেয়ার এণ্ড প্রোটেকশন অ্যাক্ট, ২০০০)

আমাদের দেশের শারীরিক এবং মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী শিশুরাও এই সমস্ত অধিকার সমানভাবে পাবে।

**সরকার আমাদের দেশের শিশুদের জন্য আইন করে এই সমস্ত অধিকার নির্দিষ্ট করা সত্ত্বেও অধিকাংশ শিশুরাই এইসব অধিকার পায়না।**

কারণ

শিশুরা অসহায় এবং দুর্বল,

তাদের বাবা-মা এবং পরিবার তাদের সমস্ত অধিকার দিতে পারছেন না, কারণ তাঁরা গরীব এবং তারা তাদের শিশুদের অধিকার এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য নির্দিষ্ট সরকারি আইন এবং ব্যবস্থা সম্বন্ধে জানেন না,

সমাজের অন্যান্য লোকেরাও শিশুদের অধিকার নিয়ে মাথা ঘামান না,

বেশ কিছু লোক শিশুদের এই অসহায় অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে তার থেকে নিজেদের লাভ বা সুবিধা করে নেন।

## কোন কোন অবস্থায় শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়?

যখন কেবলমাত্র মেয়ে বলে কোনও শিশুকে মাতৃগর্ভে থাকার সময়েই মেরে ফেলা হয়।

যখন কোনও শিশু অপুষ্টিতে ভুগে দুর্বল হয়ে পরে বা মারা যায়।

যখন ৩ বছর থেকে ৬ বছর বয়সী কোনও শিশু কোনও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বা স্কুলে গিয়ে পড়াশুনার সুযোগ পায়না।

যখন ৬-১৪ বছর বয়সী কোনও শিশু স্কুলের বাইরে থাকে এবং বুনিয়াদি শিক্ষার সুযোগ পায়না।

যখন সরকারি বা সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে কোনও ছাত্র বা ছাত্রী মিড-ডে-মিল বা দুপুরের খাবার পায়না।

যখন কোনও শিশু পরিবারের মধ্যে, পরিবারের বাইরে অথবা স্কুলে শারীরিক অত্যাচার, মানসিক অত্যাচার বা যৌন অত্যাচারের শিকার হয়।

যখন কোনও শিশুকে বিক্রি বা পাচার করে দেওয়া হয়।

যখন কোনও শিশু আশ্রয়হীন, খাদহীন হয়ে ঘুরে বেড়ায়, যখন তাকে দেখাশোনা করার কেউ থাকেনা। যখন কোনও শিশুর অভিভাবকই তার উপর অত্যাচার করে।

যখন কোন শিশুর বিবাহ দেওয়া হয়।

যখন কোনও শিশু কোনও অপরাধ করে ধরা পরলে তাকে পুলিশ হাজতে রাখা হয়, সাধারণ আদালতে তার বিচার করা হয় এবং তাকে শাস্তি দেওয়া হয়।

যখন কোনও শারীরিক বা মানসিকভাবে প্রতিবন্ধী শিশু কেবল মাত্র প্রতিবন্ধী বলে স্কুলে পড়াশুনা করার সুযোগ থেকে, সাধারণ ভাবে খেলাধুলা করার সুযোগ থেকে এবং বন্ধু-বান্ধব থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে।
এবং

**যখন কোনও শিশু শিশুশ্রমিক হিসাবে কাজ করে।**

## যে শিশু কাজ করে অর্থাৎ শিশুশ্রমিক, সে তার সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত।

**একজন শিশু শ্রমিক কি পায় আর কি পায় না**

| পায় না |
|---|
| শিক্ষা |
| খেলাধুলা |
| বিশ্রাম |
| পরিবারের সঙ্গে থাকা |
| যথেষ্ট এবং পষ্টিকর খাবার |
| বন্ধু-বান্ধব |
| ভাল পরিবেশ |
| স্নেহ-ভালবাসা |
| মত প্রকাশের সুযোগ |

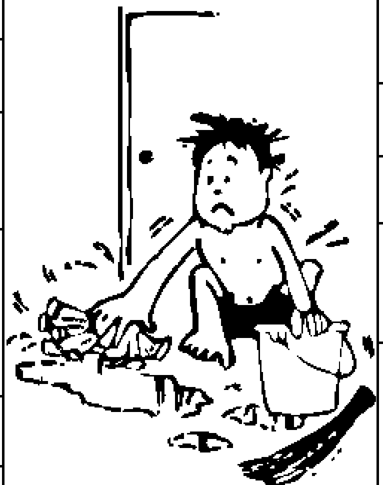

| পায় |
|---|
| কম মজুরী |
| কম এবং খারাপ খাবার |
| গালি-গালাজ |
| মার |
| যৌন অত্যাচার |
| নোংরা এবং খারাপ পরিবেশ |
| পরিবার থেকে আলাদা একা থাকা |
| বিক্রি হওয়া বা পাচার হওয়া |

---

## শিশুশ্রম চালু রাখার পক্ষে কিছু ভুল ধারনা

**শিশুরা কাজ করবেনা তো খাবে কি?**

শিশুদের খাবার এবং অন্যান্য প্রয়োজন মেটানোর প্রথম দায়িত্ব তাদের পিতা-মাতার বা পরিবারের। তাঁরা যদি তাঁদের শিশুদের প্রয়োজন না মেটাতে পারেন তবে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। শিশুটিকে স্কুলে ভর্তি করলে তার দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা স্কুল থেকেই হবে। সেরকম প্রয়োজন হলে শিশুটিকে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সাহায্যে সরকারি হোমে পাঠাতে হবে। কিন্তু একটি স্বাধীন দেশের শিশুদের শুধুমাত্র পেটের ভাত যোগাড়ের জন্য কাজ করতে হবে এর থেকে লজ্জার আর কিছু হতে পারে কি?

**গরীব পরিবার বলে সবাইকে এমনকি শিশুদেরও কাজ করতে হয়।**

পরিবার চালানোর দায়িত্ব শিশুদের নয়, শিশুদের চালানোর দায়িত্ব পরিবারের। পরিবার যদি গরীব হয় তবে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের (গরিবি রেখার নিচে থাকা পরিবারের জন্য নির্দিষ্ট) সাহায্য পাবে। এরকম একাধিক প্রকল্প আছে যেখানে কম পয়সায় খাদ্যদ্রব্য পাওয়া যায়, বিনা-পয়সায় স্বাস্থ্য বীমার সুযোগ পাওয়া যায়, বিধবাদের জন্য ভাতা এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য পেনশন পাওয়া যায়। শিশুশ্রমিকের পরিবার যদি গরীব হয় তবে এই সব সুবিধা তাদের অধিকার। কিন্তু শিশুদের কাজ করে পরিবারের খাদ্যের সংস্থান করতে হবে এই ব্যবস্থা চলতে পারে না।

**যাঁরা শিশুদের কাজে নিয়োগ করেন তাঁরা শিশুদের এবং তাদের পরিবারের উপকারই করেন। তারা শিশুদের কিছু হালকা কাজ করার বিনিময়ে খেতে দেন, মজুরী দেন এবং শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ করেন।**

যারা শিশুদের কাজে লাগান তারা নিজেদের সুবিধার জন্যই শিশুদের নিয়োগ করেন। কারণ শিশুদের দিয়ে ইচ্ছে মত খাটিয়ে নেওয়া যায় বিনিময়ে তাদের সামান্য খাবার এবং সামান্য মজুরী দিলেই চলে। অনেক সময়েই কোনও মজুরীই দেওয়া হয় না। শিশুদের দিয়ে ইচ্ছেমত ভয় দেখিয়ে, ধমকে, মেরে-ধরে অনেক কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।

**যেসব শিশুদের কেউ দেখাশোনা করার নেই তাদের তো কাজ করতেই হবে।**

এই সব শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সমস্ত প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব সরকারের। এইরকম শিশুদের পুলিশ বা চাইল্ড-লাইন সংস্থার মাধ্যমে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কাছে নিয়ে আসতে হবে। তখন শিশুটির সবরকম দায়িত্ব সরকার নেবেন।

## শিশুশ্রম বন্ধ করতে আপনি কি করতে পারেন?

কোনও শিশুকে কোথাও কাজ করতে দেখলে প্রথমেই তার সঙ্গে কথা বলে শিশুটির পরিচয় জানার চেষ্টা করুন। সে কোথা থেকে এসেছে, তার বাড়ির ঠিকানা, তার বাবা-মা বা অভিভাবকের নাম, সে কেন কাজ করছে এবং সে স্কুলে পড়াশুনা করতে চায় কিনা। এসব জানতে গেলে হয়ত শিশুটির সঙ্গে আলাদা করে কথা বলতে হবে এবং তার সঙ্গে সময় নিয়ে বন্ধুত্ব করতে হবে। সেই সময় না দিতে পারলে শুধু শিশুটির নাম এবং বাড়ির ঠিকানা যোগার করুন।

শিশুটিকে যিনি কাজে নিয়োগ করেছেন তাঁকে জানান যে তিনি বেআইনি কাজ করছেন। ধরা পড়লে প্রতিটি ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুকে কাজে লাগানোর জন্য তাঁর ২০,০০০ টাকা করে জরিমানা এবং জেলও হতে পারে।

শিশুটির বাড়িতে তার বাবা-মা এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলতে পারলে তাদের জানান  যে শিশুশ্রমিক হিসাবে কাজ করার ফলে তাদের শিশুটির কি কি ক্ষতি হচ্ছে বা আরও কি কি ক্ষতি হতে পারে। তাদের আরও জানান যে প্রতিটি শিশুর স্কুলে পড়াশুনা করার সুযোগ পাওয়া উচিত। এখন সরকার আইন করে ৬ বছর থেকে ১৪ বছর বয়সী প্রতিটি শিশুর পড়াশুনার দায়িত্ব নিয়েছেন। শিশুটিকে বছরের যেকোনো সময়ে তার বাড়ির কাছের সরকারি বা সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত স্কুলে ভর্তি করা যাবে এবং শিশুটির পড়াশুনার জন্য কোনও খরচ লাগবে না। স্কুলে ভর্তি হলে শিশুটি শুধু যে পড়াশুনা করার সুযোগ পাবে তাই নয় সে স্কুলে প্রতিদিন দুপুরের খাবার পাবে। শিশুটি আগে কোনোদিন স্কুলে পড়েনি বা পড়লেও আগের পড়া ভুলে গেছে, এখন শিশুটির বয়স বেশি হয়ে গেছে, এসব নিয়ে চিন্তা করবেন না। বেশি বয়সের শিশুদের আগের ক্লাসের পড়া তৈরি করে তাদের বয়স অনুযায়ী ক্লাসে ভর্তি করার দায়িত্ব স্কুল এবং সরকার নেবে।

আপনার এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যকে বা পৌরপ্রতিনিধিকে (ওয়ার্ড কাউন্সিলর) শিশুটির সম্বন্ধে জানান। তিনি আপনাকে বলতে পারবেন যে শিশুটিকে কিভাবে শিশুশিক্ষা কেন্দ্র, মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র বা শিশুশ্রমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি নেওয়া যায়। এই সব স্কুলেও শিশুটি সম্পূর্ণ বিনা খরচায় পড়তে পারবে, স্কুলে প্রতিদিন দুপুরের খাবার পাবে। যদি শিশুটি শিশুশ্রমিক বিদ্যালয়ে যায় (শ্রমদপ্তর পরিচালিত একটি প্রকল্পের মাধ্যমে এই বিদ্যালয় চলে) তবে পড়াশুনা এবং খাবার ছাড়াও শিশুটি মাসে ১০০ টাকা করে স্টাইপেন্ড পাবে যেটি তার নামে নিয়মিত ব্যাঙ্কে জমা হবে। যখন শিশুটি বড় হবে তখন সে ঐ জমান টাকা পাবে।

যদি শিশুটিকে বিনা পয়সায় স্কুলে ভর্তি করতে কোনও অসুবিধা হয়, যদি স্কুল বিভিন্ন অজুহাতে শিশুটিকে ভর্তি না নেয়, যদি টাকা দাবি করে তবে শিশুটিকে  শিক্ষা অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী স্কুলে ভর্তি করার জন্য জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (জেলা সদরের অফিস থাকবে) -এর কাছে অভিযোগ বা আবেদন করুন। সাহায্যের জন্য স্প্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

যদি শিশুটির বাড়ির লোকের সঙ্গে কথা বলতে না পারেন বা বাড়ি খুঁজে না পান বা শিশুটি যদি অন্য কোনও জায়গা থেকে এসে থাকে তবে শিশুটিকে উদ্ধার করে তাকে বড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া বা সুরক্ষিত জায়গায় পাঠানোর জন্য সরাসরি চাইল্ড-লাইনে ফোন করে শিশুটির নাম, ঠিকানা, কোথায় কিভাবে আছে জানান। ১০৯৮ নাম্বারে ফোন করে চাইল্ড-লাইনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। এই নাম্বারে ফোন করতে কোনও পয়সা লাগেনা। চাইল্ড-লাইন এমন একটি সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থা যার কাজই হল শিশুদের সুরক্ষার ব্যবস্থা করা এবং বিপদ থেকে শিশুদের উদ্ধার করা। সারা ভারতবর্ষের প্রায় সব জেলাতেই চাইল্ড-লাইন চালু আছে।

এছাড়া আপনি চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে ফোন করে শিশুশ্রমিকটির নাম, ঠিকানা, কোথায় কিভাবে আছে জানিয়ে তার উদ্ধার এবং সুরক্ষার আবেদন করতে পারেন। ভারতের প্রতিটি জেলায়  সরকার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি তৈরি করেছেন এই কমিটি অনাথ শিশু, হারিয়ে যাওয়া শিশু, শারীরিক, মানসিক ও যৌন অত্যাচারের শিকার শিশু, অবহেলার শিকার শিশু এবং শিশুশ্রমিকদের উদ্ধার, সুরক্ষা এবং পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির যোগাযোগের ঠিকানা ও ফোন নাম্বার এই বইয়ের ১৭ পাতায় দেওয়া হল।

কোনও অসুবিধা হলে সপাণ্ডের সঙ্গে নিচের ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করুন। ফোন নাম্বার—৯৮৮৩০২২৮৯৬

**আপনি যদি শিশুশ্রম বন্ধ করে শিশুশ্রমিকদের স্কুলে ফেরৎ পাঠতে চান তাহলে জানবেন আইন এবং সরকার আপনার সঙ্গেই আছে।**

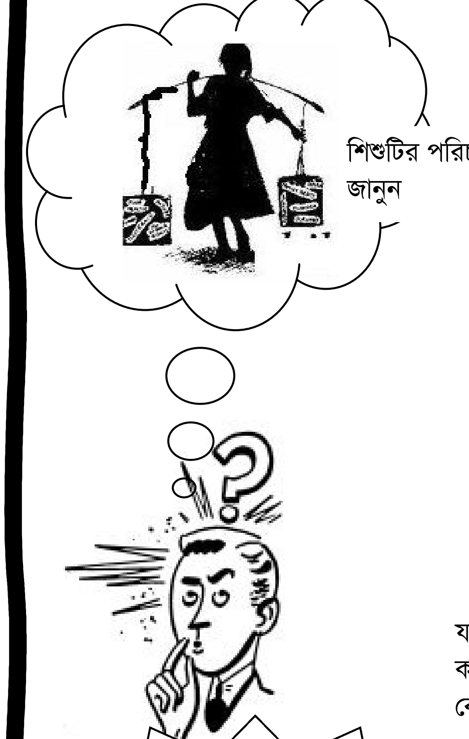

শিশুটির পরিবারকে বোঝান

যারা শিশুটিকে কাজে নিয়োগ করেছেন তাদের বলুন শিশুশ্রমিক রাখা বেআইনি। তাদের শাস্তি হতে পারে।

**কোনো প্রয়োজনে আপনার পৌরসভা অথবা পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করুন অথবা স্প্যান-এ ৯৮৮৩০২২৮৯৬ নাম্বারে ফোন করুন।**

শিশুটিকে স্কুলে ফেরৎ যেতে উৎসাহ দিন কারন ৬-১৪ বয়সের শিশুরা তাদের বাড়ির কাছের সরকারি স্কুলে বিনা খরচে পড়তে পারবে।

অথবা আপনার জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

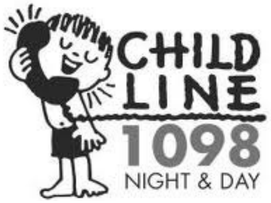

শিশুটির পরিবারের বা বাবা-মার খোজ যদি না পাওয়া যায় তবে সাহায্যের জন্য চাইল্ড-লাইনে ফোন করুন।

১৪ বছরের কম বয়সী শিশুদের কাজ করতে দেখলে তাদের নাম পরিচয় এবং কাজের জায়গার ঠিকানা সংগ্রহ করার পর তাদের কাজের জায়গা থেকে উদ্ধার এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য আপনি সরাসরি আপনার জেলার শ্রমদপ্তরের প্রতিনিধিদের সঙ্গেও যোগাযোগ করতে পারেন। **শ্রমদপ্তর শিশুশ্রমিকদের উদ্ধার করে তাদের পড়াশুনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত। এছাড়া যারা শিশুশ্রমিক নিয়োগ করেছেন তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করাও শ্রমদপ্তরের দায়িত্ব।** নিচে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের শ্রমদপ্তরের অফিস এবং ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নাম ও যোগাযোগের উপায় দেওয়া হল যাদের সঙ্গে শিশুশ্রমিকদের বিষয়ে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

### শিশুশ্রম বন্ধ করার বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত শ্রমদপ্তরের আধিকারিকদের নাম এবং যোগাযোগ

| **নাম** | **পদ** | **অফিসের ঠিকানা** | **ফোন** |
|---|---|---|---|
| সুমিতা মুখার্জি | ডেপুটি লেবার কমিশনার, কলকাতা | এন. এস. বিল্ডিং, ১২ তলা, ১, কে.এস.রায় রোড কল-১ | ০৩৩-২২৪২০৬১৬ |
| রজত পাল | ঐ, জলপাইগুড়ি | কাঠালগুড়ি বিল্ডিং, কদমতলা, জলপাইগুড়ি | ০৩৫৬১২৩০১১২ |
| থেন্ডুপ শেরিং | অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার, দার্জিলিং | ১১ ও ১২, লেবং কার্ট রোড, দার্জিলিং | ০৩৫৪২২৫২৩০৭ |
| গোপাল বিশ্বাস | ঐ, কোচবিহার | মিউনিসিপাল বিল্ডিং, ২ তলা, ভবানিগঞ্জ মার্কেট, এন.এন. রোড, কোচবিহার | ০৩৫৮২২২২৭৩৮ |
| বিনয় মুখার্জি | ঐ, রায়গঞ্জ | প্রশাসনিক ভবন (সর্বোচ্চ তল) কর্ণজোড়া, উত্তর দিনাজপুর | ০৩৫২৩২৫২২৮৪ |
| তপন ভট্টাচার্য | ঐ, বালুরঘাট | চকভবানি, ওয়ার্ড নং-১২, বালুরঘাট, দক্ষিণ দিনাজপুর | ০৩৫২২২৫৫৩৬৮ |
| দেবাশিস গুপ্ত | ঐ, মালদা | কমার্শিয়াল এস্টেট, দক্ষিণ, ই-২ ব্লক, ২য় তলা, ইংলিশবাজার, মালদা | ০৩৫১২২২০৪০০ |
| বলরাম ঘড়াই | ডেপুটি লেবার কমিশনার, বহরমপুর | ১২০, বি.বি. সেন রোড, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ | ০৩৪৮২২৫২৯০৫ |

## শিশুশ্রম বন্ধ করার বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত শ্রমদপ্তরের আধিকারিকদের নাম এবং যোগাযোগ

| নাম | পদ | অফিসের ঠিকানা | ফোন |
|---|---|---|---|
| মনীষা ভট্টাচার্য | ডেপুটি লেবার কমিশনার, কল্যাণী | ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার বিল্ডিং, কল্যাণী, নদিয়া | ০৩৩-২৫৮২৮৩৬৮ |
| পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী | ঐ, আসানসোল | মহাপ্রভু ভবন, বার্ণপুর রোড, চেলিয়াডাঙা, আসানসোল-৪ বর্দ্ধমান | ০৩৪১২-২৫৬০৫৬ |
| সনাতন প্রামানিক | ঐ, দুর্গাপুর | কমার্শিয়াল বিল্ডিং, ২য় তল, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর-১৬, বর্ধমান | ০৩৪৩২-৫৪৬৯৩০, ৫৪৬২২৬ |
| বলদেব মণ্ডল | অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার, বাঁকুড়া | কোমরার মঠ, হোল্ডিং নং-২৩৮/১৯, ওয়ার্ড নং-৫, বাঁকুড়া | ০৩২৪২-২৫৪৮৯৩ |
| প্রসেনজিৎ কুণ্ডু | ঐ, পুরুলিয়া সদর-পূর্ব | পুরুলিয়া সদর, আলমপাড়া, পুরুলিয়া | ০৩২৫২২২২৯৮০ |
| শৈবাল বিশ্বাস | ডেপুটি লেবার কমিশনার, খরগপুর | হোল্ডিং নং-২১৭/২১এ, পিরবাবা, ইন্দা খরগপুর, মেদিনীপুর পশ্চিম | ০৩২২২-২২৩২৭৩ |
| কিংশুক সিনহা | ঐ, হলদিয়া | বাসুদেবপুর, খঞ্জনচক, পূর্ব মেদিনিপুর | ০৩২২৪-২৭৪২২৪ |
| শ্যামল দত্ত | ঐ, চন্দননগর | পালিকা বাজার, ৩য় তল, চন্দননগর, হুগলী | ০৩৩-২৬৮৩৫৩৫৬ |
| রুমা চৌধুরী | ঐ, শ্রীরামপুর | ১১/সি, রাজা কে.এল.গোস্বামী স্ট্রীট, শ্রীরামপুর, হুগলী | ০৩৩-২৬৬২১৬০২ |
| সন্দিপ নন্দী | ঐ, হাওড়া | সুসমা ম্যানসন, ৪৩, নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া | ০৩৩-২৬৩৭৫১৩৬ |
| সমির বসু | ঐ, ব্যারাকপুর | ৮, কে.বি.বাসু রোড, হরিতলা, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা | ০৩৩-২৫৯২০১২৪ |
| আশিস মিত্র | লেবার ইনসপেকটর, ব্যারাকপুর |  | ০৯৭৩২৮৩৭৬৯৯ |

তথ্যসুত্রঃ http://wb.gov.in/portal/WBLabour/LabourDir/ last modified on 24/08/2010

**১৮ বছরের কম বয়সী যেকোনো শিশু যদি কাজ করে তবে তাকে কাজ থেকে মুক্ত করে তার লেখাপড়া এবং রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য আপনি তো ১০৯৮ নাম্বারে ফোন করে চাইল্ড-লাইনকে জানাতেই পারেন কিন্তু এছাড়া আপনি সরাসরি আপনার জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।**

### পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সঙ্গে

| জেলা | চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির বসার জায়গা | চেয়ারপার্সনের নাম | চেয়ারপার্সনের ফোন নং |
|---|---|---|---|
| বাঁকুড়া | সুমঙ্গল হোম, বাঁকুড়া | সেখ মুরসালিন | ৯৪৩৪৪৩৯৯৩৯ |
| বীরভূম | আশা সর্ট স্টে হোম, জয়প্রকাশ ইন্সটিটিউট ফর সোসাল চেঞ্জ, মালিপাড়া, সিউড়ি বীরভূম | সংযুক্তা ভট্টাচার্য | ৯৪৭৪৭৩৮৯৭৪ |
| বর্ধমান | ডিস্ট্রিক্ট শেল্টার হোম, ধলদিঘি, বর্ধমান | ড: কৃপাসিন্ধু চ্যাটার্জী | ৯৪৩৪৭৫৮৯৬৯ |
| কোচবিহার | শহিদ বন্দনা স্মৃতি মহিলা আবাস, কোচবিহার | স্নেহাশিস চৌধুরী | ৯৮৩২৩৩১৭২৮ |
| দার্জিলীং | গন্ধনন্দন বিহার (কৃপাসরন বুদ্ধিস্ট মিশন) ছোটা কাকঝোড়া, দার্জিলীং-৭৩৪১০১ | মৃনাল ঘোষ | ৯৮৩০১৯৮৮১৮ |
| দক্ষিন দিনাজপুর | শুভায়ন হোম, দক্ষিন দিনাজপুর | দেবাশিস মজুমদার | ৯৪৩৪১৬২০৩৫ |
| হাওড়া | এস.এস.এম.হোম, লিলুয়া, হাওড়া | গৌতম রায় | ৯৮৩০৫৮০৬৩২ |
| হুগলী | উত্তরপাড়া ফিমেল ডেস্টিটিউট হোম, উত্তরপাড়া, হুগলী | প্রজ্ঞা পারমিতা রায় | ৯৪৩৩৫৫৯০০৫ |
| জলপাইগুড়ি | কোরক হোম, রেসকোর্স পাড়া, জলপাইওগুড়ি | ছায়া রায় | ৯৪৩৪৫০৬৯৯০ |
| কলকাতা | অল বেঙ্গল ওমেনস ইউনিয়ন, ৮০, ইলিয়ট রোড, কলকাতা-১৬ | মিনতি অধিকারি | ৯৮৩০০১৩০৫৯, ৯৮৩০০১৩০২৭ |
| মালদা | সত্য চৌধুরী ইনডোর স্টেডিয়াম, ২য় তল, রুম নং-১০৫ | মহ: হাসান আলি শা | ৯৪৩৪১৭৬১৭৯ |

## পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সঙ্গে যোগাযোগের তথ্য

| **জেলা** | **চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির বসার জায়গা** | **চেয়ারপার্সনের নাম** | **চেয়ারপার্সনের ফোন নং** |
|---|---|---|---|
| মুর্শিদাবাদ | আনন্দ আশ্রম, বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ | সিরাজুল ইসলাম | ৯৪৭৬৪০৬৪২৬ |
| নদিয়া | ডিস্ট্রিক্ট সেল্টার হোম, নদিয়া | রিনা মুখার্জি | ৯৪৩৪২৪৫০০৬ |
| উত্তর চব্বিশ পরগনা | কিশলয় হোম, কে.এন.সি. রোড, বারাসাত | ড: অলোক মুখার্জি | ৯৬৩৫৩৮৮৮৫৫ |
| পশ্চিম মেদিনীপুর | বিদ্যাসাগর বালিকা ভবন, গোপ, পশ্চিম মেদিনীপুর | উত্তরা সিংহ (হালদার) | ৯৪৩৪৯৯২৩৯৮ |
| পূর্ব মেদিনীপুর | নিমতৌরি তমলুক উন্নয়ন সমিতি, নিমতৌরি, কুলবেড়িয়া, পূর্ব মেদিনীপুর | ড: সুপ্রিয় রায় | ৯৪৩৪০৬৩৫৮৪ |
| পুরুলিয়া | আনন্দমঠ হোম ফর গার্লস, শিমুলিয়া, পুরুলিয়া | অমিতা মিশ্র | ৯৭৩৪৭৫৬৩৭১ |
| দক্ষিন চব্বিশ পরগনা | স্নেহ, এলাচি, নরেন্দ্রপুর, | বিজলী মল্লিক | ৯৮৩১০৮৩৯৭৫ |
| উত্তর দিনাজপুর | সুর্যোদয় ডীফ এন্ড ডাম্ব স্কুল, রায়গঞ্জ | সুনীল কুমার ভৌমিক | ৯৪৩৪১৭৬৪৬৯,<br>৯৭৭৫৯৮০৯৮১ |

তথ্যসুত্র: রিসোর্স ডিরেক্টরি অন চাইল্ড প্রোটেকশন অফ ওয়েস্টবেঙ্গল—তৈরী করেছেন জয়প্রকাশ ইনস্টিটিউট ফর সোস্যাল চেঞ্জ

## শিশুদের অধিকার রক্ষায় এবং শিশুদের সুরক্ষার ক্ষেত্রে পুলিশের এবং থানার ভূমিকা কি?

©BestVector * illustrationsOf.com/1101540

সাধারণ ভাবে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং নাগরিকদের সুরক্ষার বিষয়ে পুলিশের যে ভূমিকা শিশুদের সুরক্ষার বিষয়েও পুলিশের সেই ভূমিকা। শিশুদের বিষয়ে পুলিশকে আরও সতর্কভাবে কাজ করতে হবে। যেকোনো শিশুর অধিকার ভঙ্গ হলে বা শিশুটি বিপদে পড়লে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ (এফ.আই.আর) জানাতেই হবে। পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে যেমন শিশুটির সুরক্ষার ব্যবস্থা করবে তেমনি শিশুটির উপর যারা অত্যাচার করছেন তাঁদের শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

প্রতিটি থানায় একজন শিশু কল্যাণ আধিকারিক (চাইল্ড ওয়েলফেয়ার অফিসার) থাকবেন যারা শিশুদের বিষয়ে কাজ করবেন।

### শিশুদের সঙ্গে কি ধরনের ঘটনা ঘটলে আপনি থানায় অভিযোগ জানাবেন?

- শিশুটিকে দিয়ে যদি শ্রমিক হিসাবে কাজ করানো হয়,
- ১৮ বছরের কম বয়সী কোনও মেয়ের বা ২১ বছরের কম বয়সী কোনও ছেলের যদি বিবাহ দেওয়া হয়,
- কোনও শিশু যদি হারিয়ে যায়,
- কোনও শিশুর উপর যদি শারীরিক, মানসিক বা যৌন অত্যাচার হয়,
- কোনও শিশুকে যদি কেউ দেখাশোনা করার না থাকে,
- কোনও শিশু যদি এমন কারো সঙ্গে বাস করে যে শিশুটির উপর অত্যাচার করে।

**পুলিশে অভিযোগ জানানোর আগে অবশ্যই দেখবেন যে শিশুটির ভালো কিসে হবে এবং সমস্যাটি সামাজিক ভাবে মেটানো যাবে কিনা।**

**পুলিশ অভিযোগ জানানো হলে অবশ্যই দেখবেন বিপদগ্রস্ত বা অত্যাচারিত শিশুটিকে পুলিশ যেন সঙ্গে সঙ্গে চাইল্ড-লাইনের মাধ্যমে বা সরাসরি ঐ জেলার চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সামনে পেশ করে।**

শিশুটির পরিবার থাকুক বা না থাকুক অত্যাচারিত, বিপদগ্রস্ত বা অবহেলিত শিশুকে সবার আগে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সামনে পেশ করা জরুরী। যাতে শিশুটির মানসিক শুশ্রূষা, শারীরিক চিকিৎসা এবং ভবিষ্যৎ সুরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

**প্রয়োজনে আপনি নিজেই চাইল্ড-লাইন বা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।**

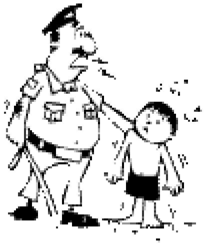

**এই সঙ্গে জেনে রাখা দরকার** ১৮ বছরের কম বয়সী কোনও শিশু যদি কনও অপরাধ করে তবে পুলিশ তাকে ধরবে ঠিকই কিন্তু ঐ শিশুকে পুলিশ থানায় বা পুলিশ-হাজতে রাখতে পারবে না। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ঐ শিশুকে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সামনে উপস্থিত করতে হবে। প্রতি জেলায় একটি করে জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ড আছে। সেই বোর্ড ঠিক করবে শিশুটিকে কিভাবে সুরক্ষিত রাখা যাবে এবং তাকে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে দিতে গেলে কি করতে হবে।

কোনো শিশু যদি অত্যাচার বা অবহেলার শিকার হয়, যদি তার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকে তবে তাকে তার অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার পথ অনেক,

**আমাদের সবার আগে দেখতে হবে কোন পথে শিশুটির ভাল হবে, তার স্বার্থরক্ষা হবে।**

**এখানে শিশুটি যদি মতামত দেওয়ার অবস্থায় থাকে তবে তার মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ।**